মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহমদী

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

স্পেনে মসজিদ-এ-বাশারত উদ্বোধনী গণঅনুষ্ঠানে বলেছেন:

'প্রেম, ভালবাসা, আন্তরিক নিষ্ঠা ও সেবা মূলক অস্ত্রাবলীর সাহায্যে স্পেনবাসীদের জয় করার ঐশী সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। এ তকদীর কেউ বদলাতে পারে না।'

সম্পাদক:
এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা

২৮শে কার্তিক ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই নভেম্বর ১৯৮২ ইং ॥ ২৮শে মহররম ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই নভেম্বর ১৯৮২

৩৬শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা মায়েদা (৬ষ্ঠ পারা, ২য় ও ৩য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	মৌঃ আবদুল আযীয সাদেক	৩
* অমৃত বাণী : আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আযীয সাদেক	৪
* মসজিদ-এ-বাশারত-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬

বিশেষ জ্ঞাতব্য

জামাতের প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী, তাহ্‌রীকে-জদীদ সাহেবানদের সদয় অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, গত ৩১শে অক্টোবর '৮২ তাহ্‌রীকে-জদীদ-এর বর্ষ শেষ হইয়াছে অথচ ঢাকা জামাত ছাড়া আর কোন জামাত থেকে তাহ্‌রীকে-জদীদ খাতে চাঁদা আদায়ের সঠিক হিসাব এখন পর্যন্তও আমাদের নিকট পৌঁছায় নাই। তাই অনতিবিলম্বে তাহ্‌রীকে-জদীদ-এর ওয়াদার সঠিক পরিমাণ ও আদায়ের পরিমাণ এবং তদসঙ্গে সম্পূর্ণ পরিশোধকারী চাঁদাদাতাগণের নামের তালিকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাবেন। কারণ সম্পূর্ণ পরিশোধকারী চাঁদাদাতাদের নাম প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এবারও হুজুর (আইঃ)-এর নিকট দোওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, নূতন বৎসরের ওয়াদার জন্য হুজুর (আইঃ)-এর নিকট থেকে তাহ্‌রীক আসিলে নূতন করিয়া ওয়াদা লইয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। বিগত বৎসর ঢাকা জামাতের ওয়াদা ছিল ২৮০০০/- টাকা ; আদায় হইয়াছে ৩৪,০৭৪/১০ টাকা (আলহামদু-লিল্লাহ)। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের প্রত্যেকের সহায় ও রক্ষক হউন, আমিন। উল্লেখ্য যে, এই চাঁদার বাৎসরিক হার নিম্নরূপ :—ছাত্র ও উপার্জনহীন ব্যক্তির জন্য ন্যূনকল্পে ২৪ টাকা ও উপার্জনশীল ব্যক্তির এক মাসের আয়ের এক পঞ্চমাংশ।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
সেক্রেটারী, তাহ্‌রীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১৩শ সংখ্যা

২৮শে কার্তিক ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর ১৯৮২ ইং : ১.ই নবুওত ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ১৬ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **২য় রুকু**

৭। হে ইমানদারগণ! যখন তোমারা ন'মাযের জন্য উঠ. তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত কনুই পর্যন্ত ধোও এবং তোমাদের (ভিজা হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছ এবং তোমাদের পা গোছ পর্যন্ত (ধোও) এবং যদি তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করিয়া থাক তাহা হইলে গাসল কর, এবং যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক (এবং স্ত্রী সঙ্গম করিয়া থাক) অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হইতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীগণকে স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি লও এবং উহার দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত মুছ, আল্লাহ্ চাহেন না যে তিনি তোমাদিগকে মুশকিলে ফেলেন বরং তিনি তোমাদিগকে শুদ্ধ করিতে এবং তোমাদের উপর আপন নে'মতকে পূর্ণ করিতে চাহেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৮। এবং তোমরা তোম'দের উপর আল্লাহ্র নে'মতকে স্মরণ কর এবং তাঁহার ঐ অঙ্গীকারকেও, যাহা তিনি তোমাদের নিকট হইতে তখন লইয়াছিলেন যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, আমরা শ্রবণ করিলাম এবং ফরমাবরদার হইলাম (স্মরণ কর), সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তর্নিহিত কথা সমূহ উত্তম জানেন।

৯। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়নতার সহিত সাক্ষ্য দিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে অবিচার করিতে কখনও প্ররোচিত না করে, তোমরা সুবিচার কর। ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী, এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াকেফহাল।

১০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে।

১১। যাহারা কুফর করিয়াছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছে

তাহারা জাহান্নামের নরকের অধিবাসী (হইবে)।

১২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নে'মতকে স্মরণ কর, যখন এক জাতি তোমাদের উপর তাহাদের (যুলুমের) হাত বাড়াইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি তাহাদের হাত রুখিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং আল্লাহ্‌রই উপর মোমেনগণকে ভরসা করা উচিত।

৩য় রুকু

১৩। এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় বনি ইসরাইলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ নেতা অভ্যুত্থিত করিয়াছিলাম, এবং আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, যদি তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আমার রসুলগণের উপর ঈমান আন এবং তাহাদিগকে সকল বিষয়ে সাহায্য কর এবং (তোমাদের মালের) এক উত্তম অংশ ঋণ স্বরূপ আল্লাহ্‌কে দাও তবে আমি তোমাদের সংগে আছি এবং নিশ্চয় তোমাদের দোষসমূহ স্খালন করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে এমন বাগান সমূহে দাখিল করিব যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, কিন্তু ইহার পর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হইতে কুফর করিবে (সে যেন বুঝিয়া লয় যে) সে নিশ্চয় সোজা পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে।

১৪। সুতরাং তাহাদের নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করিয়া দিয়াছিলাম, (ফলে) তাহারা (কেতাবের) শব্দগুলিকে তাহাদের আসল স্থান হইতে অদলবদল করিতেছে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, উহার এক অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে এবং তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন ব্যতীত তাহাদের পক্ষ হইতে কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উদার মনে উপেক্ষা করিয়া চল, নিশ্চয় আল্লাহ্ কল্যাণকারীগণকে ভালবাসেন।

১৫। এবং যাহারা বলে যে, আমরা খৃষ্টান, আমরা তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম কিন্তু যে বিষয় তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও উহার একাংশ ভুলিয়া গিয়াছে সুতরাং আমরা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছিল আল্লাহ্ শীঘ্রই তাহাদিগকে সেই সম্বন্ধে অবগত করিবেন।

১৬। হে আহলে কেতাব আমাদের রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমরা কেতাবের মধ্য হইতে যাহা কিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার মধ্য হইতে বহুলাংশ তোমাদিগকে পরিস্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং সে (তোমাদিগকে তোমাদের) বহু (ত্রুটি) মার্জনা করিতেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

(৪-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

১। হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে একবার নবী করীম (সাঃ) এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আনা হইল। ঐ সকল বন্দীর মধ্যে একটি মহিলাও ছিল যে উদ্‌বিগ্ন হইয়া এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতেছিল; যখনই কোন শিশু ঐ বন্দীদের মধ্যে তাহার নজরে পড়িত সে তাহাকে উঠাইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিত এবং তাহাকে বুকের দুধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়া দিত। নবী করীম (সাঃ) এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, তোমরা কি ধারণা করিতে পার যে এই মহিলাটি নিজের সন্তানকে আগুনে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য কোনক্রমে প্রস্তুত হইতে পারে? রাবী রিওয়ায়েত করিয়াছেন, আমরা আরয করিলাম যে খোদার কসম, এইরূপ কখনও হইতে পারে না। তখন নবী করীম (সাঃ) বলিলেন যতটুকু দয়ামমতা এই মা'র অন্তরে তাহার সন্তানের জন্য হইতে পারে তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বেশী দয়ামমতা আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে তাঁহার বান্দাগণের জন্য আছে (বুখারী মুসলিম)

২। হযরত মগিরা (রাঃ) রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, হে লোকগণ! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন। (১) মা'র আদেশ লঙ্ঘন করাও তাহার হক খর্ব করা (২) একদিকে নিজেদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা, অপরদিকে অনুচিত দায়দাবী উত্থাপন করা (৩) কন্যাগণকে জিন্দা দাফন করা (৪) আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অত্যাধিক অপসন্দনীয় যে তোমরা প্রত্যেক কর্ণগোচর কথা "কীলা কাযা ও কালা কুলানুন্" অর্থাৎ "এইরূপ বলা হইয়াছে এবং অমুক বলিয়াছে" বলিয়া বেড়াও (৫) যখন তখন অযথা প্রশ্ন করা (৬) নিজেদের সম্পত্তি বৃথা নষ্ট করা।

৩। হযরত আওফ বিন মালিক রিওয়ায়েত করিয়াছেন. নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন আমি এবং সেই কৃষ্ণবর্ণ মোমেন মহিলা যাহার স্বামী মারাগিয়াছে এবং সে বিধবা অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে কিন্তু সে পরম সবুর এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সহিত নিজের সন্তানদের তরবীয়ত করিয়াছে, জান্নাতে একে অপরের এত নিকট থাকিব যেমন এই দুইটি আঙ্গুল। নবী করীম এই শব্দ গুলি বলিতে বলিতে নিজের দুইটি আঙ্গুল একত্রে জড়াইয়া দিলেন (আলআদাবুল মুফ্‌য়াদ বোখারী)

৪। হযরত আলকামা (রাঃ) রিওয়াত করিয়াছেন. এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ (বিন আব্বাসে)-র নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল. যদি গৃহে কেবল মা' থাকেন তবুও কি আমি তাঁহার নিকট আসিবার সময় অনুমতি চাহিব; তিনি উত্তরে বলিলেন. হাঁ কারণ সব সময় এক রকম অবস্থা থাকে না; এবং প্রত্যেক অবস্থায় তুমি তোমার মাকে দেখিতে পসন্দ করিবে না (বোখারী)।

৫। হযরত বরাআ রাঃ হইতে বর্ণিত নবী করীম সাঃ বলিয়াছেন, খালা ও বস্তুত! মা'র ন্যায়ই হয় (বোখারী)।

৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাঃ বলিয়াছেন, যে মোমেনের তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন থাকে এবং সে তাহাদের সঙ্গে সংব্যবহার করে সে খোদার ফজলে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হইবে।

৭। হযরত আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী করীম সাঃ কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, উট আহরোণকারিণী মহিলাগণ অর্থাৎ আরব মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা হইতেছে কোরায়শী মহিলা; কারণ সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে দয়ামমতা ও নম্রতা হইতেছে তাহাদের একটি বিশেষ পন্থা; তাহারা স্বামীর মালের হিফাজত করে এবং তাহার আয় অনুযায়ী ব্যয় করার ক্ষেত্রে সকলের আগে স্থান অধিকার করে (বোখারী)।

৮। হযরত আবু হুরায়রা রাঃ হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাঃ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তা'লা সেই পুরুষের উপর ফজল ও রহমত নাযিল করুন যে রাত্রিকালে জাগিয়া তাহাজ্জুদ নামায পড়ে এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগায়, যদি সে না জাগে তাহা হইলে তাহার মুখে পানি ছিটা দেয় তদ্রূপই আল্লাহ্ সেই মহিলার উপর ফজল ও রহমত নাযিল করুন যে রাত্রিকালে উঠিয়া নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায়, সে না জাগিলে তাহার মুখে পানি ছিটা দিয়া জাগাইয়া দেয় (আবুদাউদ)।

অনুবাদ : **মোঃ আবদুল আযিয সাদেক**

সূরা মায়েদা { ২য় পাতার পর }

১৭। আল্লাহ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি চাহে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

১৮। যাহারা বলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই মরিয়ম পুত্র মসীহ, তাহারা নিঃসন্দেহে কাফের হইয়া গিয়াছে, তুমি (তাহাদিগকে) বল আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে যদি তিনি মরিয়ম পুত্র মসীহ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন, এবং আসমান সমূহ ও যমীন এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলের উপর হুকুমত আল্লাহর, এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯। এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, আমরা সকলে আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁহার প্রিয়, তুমি তাহাদিগকে বল, তবে কেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপ সমূহের জন্য আযাব দেন? (এইরূপ নহে) বরং প্রকৃতপক্ষে তোমরাও (মরণশীল) মানুষ তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি ক্ষমা করেন যাহাকে চাহেন এবং আযাব দেন যাহাকে চাহেন; এবং আসমান সমূহ ও যমীন এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের উপর হুকুমত আল্লাহ্‌র, এবং তাঁহারই সমীপে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

২০। হে আহলে কেতাব! আমাদের রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, যে রসুলগণের (আবির্ভাবের) বিরতির পর তোমাদের নিকট সকল বিষয়স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতেছে, যেন তোমরা ইহা বলিতে না পার যে' আমাদের নিকট কোন সুসংবাদ দাতাও আসে নাই এবং কোন সতর্ককারীও আসে নাই; সুতরাং তোমাদের নিকট নিশ্চয়ই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসিয়াছে এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

{ তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ }

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

"প্রকৃত পক্ষে নেক ঐ ব্যক্তি, যাহার যাহির ও বাতিন এক, যাহার অন্তর ও বাহির এক; বস্তুতঃ সে যমীনের উপর ফেরেস্তার ন্যায় চলাফিরা করে। নাস্তিক এমন সরকারের অধীনে নহে যে সে উত্তম চরিত্র লক্ষ্য করিতে পারে। সকল ফলাফল ঈমান হইতে সৃষ্টি হয়; যেমন সাপের গুহাকে চিনিয়া লওয়ার পর কেহ উহাতে আঙ্গুল দাখিল করে না। যখন আমরা জানি যে আষ্টরকেনিয়ার এক বিশেষ মাত্রা ধ্বংসাত্মক হয়, তখন যেহেতু আমরা উহা মারাত্মক বলিয়া বিশ্বাস করি, তাই আমরা উহা মুখে দেই না. এইরূপে আমরা নিরাপদ হইয়া যাই। তক্‌দীর অর্থাৎ দুনিয়াতে সকল বস্তুর এক অনুমিত ও নিয়মিত কানুনের ভিতরে কর্মরত এবং কর্ম বিরত হওয়া ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদন করে যে ইহার কোন মুকাদ্দের অর্থাৎ অনুমানকারী অবশ্যই আছে। ঘড়ি যদি কেহ চিন্তা সহকারে না বানাইয়া থাকিত তাহা হইলে উহা কিরূপে এত সুষ্ঠ ও সুচারু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বীয় চলন শক্তিকে কায়েম রাখিয়া আমাদের জন্য উপকারজনক হইতে পারিত? ঠিক আসমানের ঘড়িও উহার অতীব সুচারু ও সুষ্ঠু বিন্যাস পদ্ধতি ও সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিতেছে যে উহা নিশ্চয়ই চিন্তা সহকারে বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং আযীম অর্থে ও ফায়দার নিমিত্তে বানানো হইয়াছে। এইরূপে ইন্‌সান সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টাকে এবং তকদীরের মাধ্যমে মুকাদ্দেরকে চিনিতে ও উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা নিজের অস্তিত্ব প্রমাণার্থে ইহা অপেক্ষ উর্ধ্বতর আরও একটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং উহা হইল এই যে তিনি সময়ের পূর্বে নিজের মনোনীত বান্দাদিগকে কোন তকদীর সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া দেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেন যে অমুক সময়ে অমুক দিনে আমি অমুক বিষয়কে মুকাদ্দার করিয়াছি। অতঃপর সেই ব্যক্তি যাহাকে খোদাতায়ালা সেই কাজের জন্য মনোনিত করিয়া থাকেন পূর্ব হইতেই লোকদিগকে সংবাদ দিয়া দেন যে এইরূপ সংঘটিত হইবে; এবং পরে সেইরূপই সংঘটিত হইয়া যায় যেরূপ সে পূর্বে বলিয়াছিল। আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব প্রমাণিত করার জন্য ইহা এমন দলীল যে এস্থলে একজন নাস্তিকও লজ্জিত ও নিরুত্তর হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে সহস্র সহস্র এমন নিদর্শন দান করিয়াছেন যদ্দারা আলাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের উপর সুষম ও সুমধর ঈমান জন্মে। আমাদের জমাআতের এত পরিমাণ লোক এখানে উপস্থিত আছে; কে আছে যে কমপক্ষে দুই চারটি নিদর্শন দেখে নাই? এবং যদি আপনি চাহেন তাহা হইলে বাহির হইতে কয়েক শত মানুষকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এত পরিমাণ জ্ঞানী লোক, সুভদ্র লোক, মুত্তাকী ও পরহেযগার লোক যাহারা সর্বাঙ্গীন বুদ্ধিবিবেক ও দূরদর্শিতার অধিকারী এবং পার্থিব দিক দিয়াও প্রাচুর্য্যের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি, কি তাহারা নিশ্চিত হয় নাই? কি তাহারা এমন সব বস্তু লক্ষ্য করে নাই যাহা মানুষের সাধ্যের উর্ধ্বে? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, প্রত্যেকই নিজেকে শ্রেষ্ঠ সাক্ষী বলিয়া প্রতীয়মান করিবে।

(মলফুজাত ১ম খঃ ৩৪১ পৃঃ)

অনুবাদ—মোঃ আবদুল আযিয সাদেক

স্পেনে মসজিদ-এ-বাশারত উদ্বোধনী গণঅনুষ্ঠানে

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) এর

গুরুত্বপূর্ণ সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ঐতিহাসিক ভাষণ

প্রেম, ভালবাসা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সেবা মূলক অস্ত্রাবলীর সাহায্যে স্পেনবাসীদের জয় করার ঐশী সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। এ তকদীর কেউ বদলাতে পারে না।

আল্লাহতায়ালা এই মসজিদকে সমগ্র স্পেন ও ইউরোপ বরং সমগ্র জগতের জন্য রহমত ও প্রশান্তি লাভের উপায় হিসাবে নিরূপিত করুন।

এই পবিত্র গৃহের দ্বার এরূপ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অবারিত থাকবে যে এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্ব মহান খোদাকে মেনে তাঁর হুজুরে প্রণত হয়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পেড্রোআবাদ (স্পেন) ১০ই অক্টোবর—সাত শ' বছর পর স্পেনে প্রথম নির্মিত মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত গণ অনুষ্ঠানে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ইংরেজী ভাষায় যে তাঁর ঐতিহাসিক অমূল্য ভাষণ দান করেন উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

"আজ আমি আল্লাহ্‌র নামে যিনি রহমান ও রহিম (অযাচিত সীমাহীন দানকারী ও রহমকারী), এই মসজিদ উদ্বোধন করছি। তাঁর প্রশংসায় আমার হৃদয় ভরপুর, যিনি সমস্ত জাহানের রব্ব্ (স্রষ্টা ও পালনকারী প্রভু), যিনি রহমান ও রহীম, যিনি জামিন ও আসমানের এবং উহাদের মধ্যস্থ সব কিছুর মালিক ; প্রতিটি অস্থায়ী মালিকানা স্বত্বও তাঁরই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হবে : স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন মালিকই থাকবে না, কিন্তু একমাত্র সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদাই চিরস্থায়ী রূপে অবস্থান করবেন। তাঁর কোন শরীক নাই। ঐকান্তিকভাবে তাঁরই ইবাদতের উদ্দেশ্যে আজ আমরা এই মসজিদ উদ্বোধন করি এবং তাঁরই নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে যথাযথ রূপে ইবাদতের হক্ আদায় করার তওফিক দান করেন, কেননা তাঁর হেদায়েত এবং সাহায্য ব্যতিরেকে কেউ তাঁর সত্যকার ইবাদত পালনে সমর্থ হতে পারে না। সুতরাং আমাদের রূহ্ আজ তাঁরই হুজুরে সেজদাবনত ও চীৎকাররত এবং তাঁর উলুহিয়তের আস্তানায় পতিত হয়ে কাতর প্রার্থনা জানায়—'ওগো যিনি সকাল হেদায়েতের উৎস ! আমাদেরকে তোমার সোজা ও সরল পথের হেদায়ত দান কর এবং সোজা ও সরল পথে কায়েম রাখ, এমন কি আমরা যেন তোমার সাধু ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত শুভ পরিণামে উপনীত হতে পারি অর্থাৎ তোমার পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সত্যনিষ্ঠ রূপে স্থিতিশীল ব্যক্তিদের শুভ-পরিণামে।

হে অনাদি ও অনন্ত খোদা! যিনি সকল আলোর উৎস এবং প্রতিটি হেদায়তের কেন্দ্র! আমাদেরকে ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তিদের পরিণাম থেকে রক্ষা কর যারা একবার তোমার সরল পথে পরিচালিত হওয়া সত্বেও সে পথের দাবী ও চাহিদাকে পুরণ করতে পারে নাই, এবং তোমার পুরস্কার পাওয়ার পরিবর্তে তোমারা গজব প্রাপ্ত ও ক্রোধগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি আমাদেরকে ঐ সকল পথভ্রষ্ট লোকদের পরিণাম থেকেও রক্ষা কর, যারা কয়েক কদম তোমার পথে চলার পরই সে পথ ত্যাগ করে বসেছে এবং তোমার হেদায়তের আলো বিবর্জিত হয়ে শয়তানের অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন পথে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

মূল্যবোধ ও আচারনীতি :

আজ এই মসজিদ উদ্বোধন দিবসে আমাদের দেল্ আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় ভরপুর এবং তাঁরই গুণকীর্তন ও যিক্‌র আমাদের রসনায় জারী, এবং তাঁরই স্মরণ আমাদের দেহ, আত্মা ও মেধার রঞ্জে রঞ্জে অনুপ্রবেশ করেছে। আমাদের অস্তিত্ব মূর্ত দোওয়ার রূপ ধারণ করেছে—'হে আমাদের খোদা! আমাদের ঐ যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদনের তওফিক দান কর এবং ঐ যাবতীয় উচ্চমূল্যবোধ সমূহ সংরক্ষণের সামর্থ্য দাও যে সকল দায়িত্ব ও মূল্যবোধ প্রতিটি সেই মসজিদির সহিত সম্পর্কযুক্ত যা ঐকান্তিকরূপে তোমার পবিত্র নামের উপর তোমারই ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়।

ঐ সকল উচ্চাঙ্গীণ মূল্যবোধ কি? তা এই যে তোমার গৃহের দুয়ার সমূহ তোমার সকল মখলুকের জন্য অবারিত থাকবে এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে তোমাকে যারা 'ওয়াহেদ ও এগানা —এক ও অদ্বিতীয় বলে জেনে তোমার দ্বারপ্রান্তে প্রণত হওয়ার উদ্দেশ্যে আসে তারা সকলই যেন তোমার গৃহে পৌঁছুতে পারে। এমন কেউ নাই যে তাদেরকে এতে প্রবেশ করতে এবং এখানে ইবাদত করতে বাধা দেয়। অবশ্য এরূপ ফেৎনা পরায়ণ ও দুস্কৃতিকারী যারা ইবাদতের পরিবর্তে ফাসাদ ও অশান্তি বিস্তারের মতলবে তোমার পবিত্র গৃহে প্রবেশ করতে প্রয়াস পায়, তাদের বিষয় তোমরাই নিকট সমর্পন করি। এবং তোমার উপর ভরসা রাখি যে, তোদের না-পাক কদম যেন তোমার গৃহকে অপবিত্র করার সুযোগ ও সামর্থ্য লাভ করতে না পারে। হে খোদা, তোমার উদ্দেশ্যে নির্মিত তোমার মসজিদের সহিত জড়িত এ মহান বাণীটি সদা স্মরণ রাখার তওফিক আমাদের দান কর।

সেই মহান বাণীটি কি? তা হলো শান্তি, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বাণী; মানুষে মানুষে আদল-ইনসাফ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং মহব্বতের পয়গাম। সেই পয়গাম হলো এই যে, আকাশে যেমন তোমাদের এক খোদা আছেন—হে এক খোদার উপাসকগণ! তোমরাও জমিনের উপরে এক হয়ে যাও এবং প্রত্যেক প্রকারের ঘৃণা-হিংসা-দ্বেষ তোমাদের অন্তর থেকে বিসর্জন দাও; খোদা-এ-ওয়াহেদ ও এগানার বান্দাদের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি করে এবং মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে—প্রতিটি এরূপ কথা ও কাজকে পরিত্যাগ কর। এই মসজিদ পাঁচ

ওক্ত উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত আজানের দ্বারা এ প্রকৃত সত্যটিকেই তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের এক খোদা আছেন এবং তোমরা সকলই সেই অদ্বিতীয় খোদারই বান্দা ; সকল গৌরব ও মহত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তিনিই একমাত্র সত্বা, যিনি আমাদের সকলের উপসনার উপযুক্ত। সুতরাং তোমরা যদি নিজেরাও এক হয়ে যেতে চাও, তবে হে আদমের পুত্র ও কন্যারা, তোমরাও সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদার সহিত সম্পর্ক কায়েম কর, যিনি হচ্ছেন তোমাদের সকলের জন্য সমান ও স্বাভাবিক এবং তোমাদের সকলের একই খোদা।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মহান খোৎবাঃ

সর্বমহান খোদার তস্‌বীহ ও তাহমীদ (—পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা বর্ণনা)-এর উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রতিটি মসজিদই আমাদেরকে সেই মহান খোৎবা স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঐতিহাসিক খোৎবা খোদাতায়ালার মহান বান্দা ও রসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ইহধামত্যাগের পূর্বে সর্বশেষ বিদায় হজ্ব উপলক্ষে প্রদান করেছিলেন। এ সেই কালবিজয়ী খোৎবা, যা আমাদেরকে তৌহীদের দর্শন ও উহার প্রকৃত তত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে এবং খোদা-এ-ওয়াহেদ ও এগানার ইবাদত ও আরাধনার অন্তর্নিহিত তাগিদ ও চাহিদা অতি প্রাঞ্জলরূপে বিবৃত করে। এ সেই খোৎবা যা আমাদের নিকট ব্যক্ত করে যে খোদাতায়ালার ইবাদতের হক্ আদায় হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর মখলুকের হকও আদায় করা হয়। এ সেই খোৎবা, যা বান্দাদের উপর যাবতীয় পারস্পরিক হক্ ও অধিকার গণনা করে দেখায়, এবং আমাদের বুঝিয়ে বলে যে, যদি তোমরা মখলুকের হক্ আদা না কর, তা হলে তোমরা শুধু মখলুক থেকেই সম্বন্ধচ্যুত হবে না বরং খালেক (স্রষ্টা) থেকেও সম্পর্কচ্যুত হবে। এ সেই অম্লান ও অমর খোৎবা যা কালের হস্তক্ষেপের উর্ধে এবং চৌদ্দ শ' বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজও পূর্বের মতই তরতাজা, সজীব ও জীবন্ত এবং চিরোজ্জ্বল রয়েছে। আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই উপলক্ষে উপস্থিত সোয়া লক্ষ তৌহীদানুসারী ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد - الا لا فضل لعربى
على اعجمى ولا لاعجمى على عربى ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر
الا وان كل دم ومال ومأثرة كانت فى الجاهلية تحت قدمى
هذا الى يوم القيامة - الا لا تظلموا - الا لا تظلموا - الا لا تظلموا -
دماء الجاهلية موضوعة الا ان كل ربا فى الجاهلية موضوع -
فاتقوا الله فى النساء ان لكم على نساءكم حقا ولهن عليكم حقا - ارقاءكم
ارقاءكم اطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تكسون - ان
دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم -

অর্থাৎ—'হে লোক সকল! শ্রবণ কর যে, তোমাদের সকলেরই খোদা হলেন এক খোদা এবং তোমাদের সকলের পিতামহও হলেন একজন নবী। কোন অনারবীর উপর কোন আরবের কোন

শ্রেষ্ঠতা নাই এবং কোন আরবের উপরও কোন অনারবী শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না, তেমনি কোন ধলা কোন কালোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় এবং কোন কালোও কোন ধলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রবণ কর যে, মানব-জীবনের অমর্যাদা বা (কাহারও) মালের অবমাননা অথবা একজনের তুলনায় আর একজনের প্রতি যে প্রাধান্যদান ও স্বজনপ্রীতি সুলভ আচরণ জাহেলিয়তের অন্ধকার-যুগে বিদ্যমান ছিল তা আজ আমি কিয়ামতকাল অবধি পদদলিত করলাম। সাবধান! কারো কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করো না; কারো কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করো না; কারো কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করো না। জাহেলিয়ত-যুগের পারস্পরিক রক্তের প্রতিশোধের বংশানুক্রমিক ধারাকে মওকুফ করা হচ্ছে। জাহেলিয়ত-যুগের সকল প্রকার প্রকার সুদ (যা ছিল মানবাধিকার হরণের হাতিয়ার স্বরূপ) মওকুফ করা হচ্ছে। স্ত্রীলোকের হক্ ও অধিকার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন হক ও অধিকার বর্তায়, ঠিক তেমনি তোমাদের উপর তাদেরও হক ও অধিকার বর্তায়। বন্দীদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, বন্দীদের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমরা যা নিজেরা খাও, তাই তাদেরকেও খেতে দিবে এবং যেরূপ বস্ত্র তোমরা পরিধান কর, সেরূপ তাদেরকেও পরতে দিবে। এবং স্মরণ রেখো যে, তোমাদের জান ও তোমাদের মাল এবং তোমাদের ইজ্জত-আবরুর পারস্পরিক মর্যাদা রক্ষা করা তোমাদের উপর বাধ্যকর করা হয়েছে সেদিন অবধি, যেদিন তোমাদের রব্বের সহিত তোমরা মিলিত হবে।"

নবী করীম (সাঃ)-এর চিরস্থায়ী পয়গাম সংরক্ষণার্থে ঐশী ব্যবস্থা:

এ সেই পয়গাম, যার হেফাজতের জন্য এবং উহার রুহ্ ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলামদের মধ্য থেকে খোদাতায়ালা একজন মহান গোলামকে এ যুগের ইমাম হিসাবে আবির্ভূত করেছেন, যাতে তিনি ঐ যাবতীয় নেক কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যেগুলি মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই কথা; এবং যাতে তিনি নিজ পবিত্র আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ঐরূপই একটি জামাত কায়েম করেন যেরূপ মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর জামাত ছিল; এবং যাতে তিনি ইসলামী শিক্ষাকে পুনরায় মানবের সৎ কর্মের ছাঁচে ঢেলে দেন। সেই মহান গোলাম বলতে আমার উদ্দেশ্য হলো হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, যাঁকে আল্লাহ্‌তায়ালা হিঃ চৌদ্দ শতকের মাথায় মাহদী ও মসীহ-সদৃশ রূপে প্রেরণ করেছেন এবং যিনি মোহাম্মদীয় উম্মতের জন্য নবজীবনের পয়গাম বয়ে এনেছেন। তিনি এসে নিখিল বিশ্বকে ইসলামের পতাকার নীচে সমবেত করার উদ্দেশ্যে এক মহান অভিযানের সূত্রপাত করেছেন, আর সেই জামাতের ভিত্তিস্থাপন করেছেন যে জামাতটি ইসলাম ও মানবজাতির সেবার উদ্দেশ্যে কায়েম করা হয়েছে। সেই জামাতের নাম হলো জামাতে-আহমদীয়া। তিনি এ যুগের মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন:

"সেই সত্য ও সর্বগুণাকর খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য—যিনি সকল বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু—তাঁহার প্রতিপালন কোন বিশেষ জাতির মধ্যে সীমা বদ্ধ

নহে, এবং কোন বিশেষ কাল ও দেশ পর্যন্তও সীমাবদ্ধ নহে, বরং সকল যুগের, সকল দেশের ও সকল জাতিরই তিনি প্রতিপালক প্রভু, এবং সকল অনুগ্রহের তিনিই উৎস। সকল জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁহা হইতেই আসে এবং যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু তাঁহার দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বস্তুর তিনিই নির্ভরস্থল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অপরিসীম এবং ব্যাপক; ইহা সকল জাতি, সকল দেশ ও সর্বকালকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।..... অতএব, আমাদের খোদার যখন এই নীতি, আমাদেরও এই নীতির অনুসরণ করা কর্তব্য।"

(পয়গামে সুলেহ্‌)

আরও বলেছেন :

"তাঁহার একত্ব জগতে প্রচার করিতে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁহার সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া কর এবং তাহাদের প্রতি নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করিও না এবং সর্বদা সৃষ্টজীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ্‌)

নিজের প্রেরিতত্বের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোকপাত করেন :

"চরিত্র, বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করিবার জন্য আমি জগতে প্রেরিত হইয়াছি। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর গুণ ও মর্যাদাবিশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। এইজন্য আমি প্রতিশ্রুত মসীহ নামে অভিহিত হইয়াছি। কারণ আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি যেন শুধু অলৌকিক নিদর্শন সমূহ ও পবিত্র শিক্ষা দ্বারা সত্যকে জগতের বুকে প্রচার করি। আমি এই কথার বিরোধী যে, ধর্মের নামে তরবারী ব্যবহার করা হউক এবং ধর্মের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানবজাতির রক্তপাত হউক। আমি অদিষ্ট হইয়াছি যে, আমার দ্বারা যথাসম্ভব এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি মুসলমানদের মধ্য হইতে যেন উচ্ছেদ করিয়া দিই এবং তাহাদিগকে পবিত্র চরিত্র, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সুবিচার এবং ন্যায় পরায়ণতার দিকে আহ্বান করি। আমি মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু এবং আর্যগণের সম্মুখে এই ঘোষণা করিতেছি যে, পৃথিবীর কেহই আমার শত্রু নহে। আমি মানবজাতিকে সেইরূপ ভালবাসি যেরূপ এক স্নেহময়ী মাতা সন্তানকে ভালবাসে, বরং আমি উহা অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি।"

(আরবাঈন)

তাঁর জামাতকে তাকিদপূর্ণ উপদেশ করিয়া নির্দেশ দান করেন :

"আমি এখন আমার জামাতকে যারা আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলিয়া মানে, বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিতেছি যে, তারা সদা সকল অসঙ্গত ও ব্যাপক স্বভাব হইতে বিরত থাকিবে। আমাকে খোদাতায়ালা যে প্রতিশ্রুত মসীহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং হযরত মসীহ ইবনে মরিয়মের ভূষণ আমাকে পরিহিত করিয়াছেন, সেজন্য আমি উপদেশ করিতেছি যে, দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে পরহেজ করিয়া চল এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের হক্‌ পালন করিয়া দেখাও। নিজেদের অন্তরকে দ্বেষ ও হিংসা হইতে মুক্ত ও পবিত্র কর—এই স্বভাবের দ্বারা তোমরা ফেরেস্তাতুল্য হইয়া যাইবে। কত মন্দও অপবিত্র সেই ধর্ম, যে ধর্মে মানুষের সহানুভূতি নাই এবং কত নাপাক সেই পথ যাহা স্বকীয় (নফসানী) দ্বেষ ও হিংসায় কণ্টকাকীর্ণ। সুতরাং তোমরা যে আমার সঙ্গে আছ তদ্রূপ হইও না। (তোমরা চিন্তা করিয়া

দেখ যে, ধর্মের ফলশ্রুতি কি? তাহা কি এই যে, সর্বদা মানুষের অহিত সাধন করিয়া বেড়ানো তোমাদের স্বভাব হউক? না, বরং ধর্মের উদ্দেশ্য হইল সেই জীবন লাভ করা যাহা খোদা-তায়ালার মধ্যে বিদ্যমান। এবং খোদাতায়ালার গুণাবলী কাহারো মধ্য সঞ্চারিত হওয়া ব্যতীত সেই জীবন কেহ লাভ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। খোদাতায়ালার জন্য সকলের প্রতি সদয় হও যাহাতে আসমান হইতে তোমাদের উপর দয়া বর্ষিত হও। আইস, আমি তোমাদিগকে সেই পন্থা শিখাইব যদ্বারা তোমাদের নূর ও আলো অপরাপর সকল আলোকের উপল প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বিরাজ করে এটা হইল এই যে, তোমরা সমস্ত প্রকার নীচু বিদ্বেষ ও হিংসা পরিত্যাগ কর এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া যাও এবং খোদাতায়ালার মধ্যে আত্মহারা ও বিলীন হইয়া যাও এবং তাঁহার সহিত অতিউত্তম ধরনের পবিত্র ও পরিশ্রুত সম্বন্ধ কায়েম কর।" (ইসলাম ও জেহাদ)

মোট কথা, ইসলামের এই প্রেমপূর্ণ পয়গামের সার-কথা হলো এই যে প্রতিটি মানুষ—সে যে কোন জাতি, বর্ণ বা দেশের যে কোন ভাষাভাষী হোক না কেন—সে একই খোদার সৃষ্ট। আমাদের সেই খোদা, যাঁকে আমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাকি, তিনি প্রতিটি মানুষেরই খোদা; তিনি সকল জাতি ও দেশের প্রতিই সদয়; সকল মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে সমান এবং পরস্পর ভাই-ভাই স্বরূপ, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতীব স্নেহশীল এবং অগাধ কুদরত ও ক্ষমতার অধিকারী খোদা। যে তাঁর দিকে ঝুঁকে এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করে, তার উপর সেই মহান আল্লাহ্ অনেক ফজল ও অনুগ্রহ করেন, অনেক রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন!

আজ মানবতা এক বিশ্বজনীন ভয়াবহ ধ্বংস প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যে ভয়াবহ ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সকল মানবীয় প্রচেষ্টা দৃশ্যতঃ ব্যর্থতায় পর্যবসিত বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে কিন্তু এ ধ্বংস থেকে বাঁচার একটি দুয়ার আজও খোলা আছে। এবং সেটি হলো, মানুষ যেন তাদের খালেক ও মালেক তাদের রব্বের দিকে রুজু ও ব্রতী হয় এবং তাঁর পয়গামকে গ্রহণ করে নিয়ে তাঁর রহমত ও করুণা লাভের উপযুক্ত পাত্রে পরিণত হয়। আজ আমরা এখানে এজন্যই একত্রিত হয়েছি যেন এক ও অদ্বিতীয় মহামহীয়ান খোদার নিকট দোওয়া করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর গৃহকে দোওয়া ও মোনাজাতের দ্বারা আবাদ করি।

এ গৃহের দুয়ার প্রতিটি ব্যক্তির জন্য খোলা থাকবে যে একক ও সর্বমহান খোদাকে মেনে তাঁর হুজুরে প্রণত হয় এবং তাঁরই ইবাদত করে। আমরা দোওয়া করি, তিনি যেন এ মসজিদটিকে সমগ্র স্পেন ও ইউরোপ বরং সমগ্র জগতের জন্য রহমত, স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভের উপায় স্বরূপ নিরূপিত করেন এবং জামাত আহমদীয়ার এই খেদমতকে স্বীয় ফজল ও করমে কবুল করেন। (আমীন)

সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা-স্বীকার:

আমি এই সুযোগে ঐ সমস্ত বন্ধুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যাঁরা এ মসজিদ নির্মাণের কার্যক্রমে কোন না কোন রঙে কাজ করেছেন, অবদান রেখেছেন। বিশেষতঃ এ শহরের প্রশাসন

এবং স্পেনের ক্ষমতাসীন সকল ব্যক্তি বর্গের বিশেষভাবে শোকরিয়া আদায় করতে চাই যাঁরা ধর্মগত বৈষম্য সত্বেও জমি ক্রয় ও মসজিদ নির্মাণের অনুমতি লাভ প্রসঙ্গে আমাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে আন্তঃধর্ম সহযোগিতা ও সহানুভূতির এক সুপ্রশস্ত দ্বার উন্মোচিত করেছেন। May Allah bless them all (আল্লাহ্ তাঁদের সকলকে কল্যাণে ভূষিত করুন)।

কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে যে সকল বিশিষ্ট নাম মানসপটে ভেসে উঠে, যাঁদের জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে আন্তরিক দোওয়া দেল্ থেকে নিঃসৃত হয়, তাঁদের অন্যতম হলেন এই ইমারতের আর্কিটেক্ট মিঃ Sr Jose Luis Lopez Derago যিনি শুধু পেশাগত সম্পর্কের উপরই নির্ভর করেন নাই বরং হৃদয়ের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই মসজিদের নির্মাণ ও শ্রীবৃদ্ধির কাজে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছেন। তেমনি বিজলি সামগ্রি প্রস্তুতকারী প্রসিদ্ধ ফার্ম Sr. Antonio Carbonal of Generators Sivilla S. A. এবং উহার মালিকরা অগাধ আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা লাভের উপযুক্ত যাঁরা অতি মূল্যবান বিজলি সামগ্রী মসজিদের জন্য পেশ করে নিজেদের উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ ও উদার চিত্ততার পরিচয় দান করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা এ দু'জনকেই উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং অন্যান্য সবাইকেও, যাঁরা কোন না কোন ভাবে মসজিদের খেদমত করেছেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর পবিত্র স্মৃতিচারণ ঃ

কিন্তু এ বক্তব্য বিষয়ের অবতারণায় আরও অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমি ইহা না বলে পারছি না যে আমার হৃদয় যেখানে এ পবিত্র ও আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে খুশী ও হাম্‌দে ভরপুর, সেখানে এর সঙ্গেই রয়েছে এক মর্মান্তিক অনুভূতির যন্ত্রণা, এক প্রীতিভরা স্মৃতি থেকে যার উদ্ভব ঘটছে। সেই স্মৃতি একা আমারই অধিকার নয় বরং বিশ্বের লক্ষ লক্ষ (Millions) আহমদী মুসলিম এ স্মৃতিতে আমার শরীক এবং প্রত্যেকেই এ মর্মবেদনাটিতে আমার সহিত ভাগীদার রয়েছেন। শুধু আহ্‌মদীই নয়, বরং স্বয়ং এ অঞ্চলের সৌভাগ্যশালী সকল অধিবাসীও এতে অংশীদার আছেন, যাঁরা এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং আমাদের সাবেক প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাঃ)-এর সহিত সুপরিচিত হয়ে ছিলেন। তাঁরাও নিঃসন্দেহে তাঁর সুরভিত স্মৃতি ও তদনিঃসৃত বেদনায় আমাদের সহিত শরীক রয়েছেন। কিন্তু সেই পবিত্রতম আসমানী (স্বর্গীয়) প্রভু যাঁর নামের গৌরব ও পবিত্রতার উদ্দেশ্যে এই মসজিদ নির্মিত ও স্থাপিত হয়েছে—তিনি আমাদের নিকট অন্য সকলের চেয়ে অধিক প্রিয়। যদিও পরলোকগত প্রিয় ইমামের সহিত আমাদের অত্যন্ত ভালবাসা ছিল কিন্তু তাঁকে স্বীয় সন্নিধ্যে আহ্বানকারী স্বর্গীয় প্রভু তাঁর চেয়েও অধিক প্রিয়। সুতরাং আমাদের দেল্ তাঁর সন্তোষে সন্তুষ্ট এবং তাঁরই হুজুরে প্রণত। তিনি অপরাপর প্রত্যেকের চাইতে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্য প্রত্যেকের চাইতে তিনি নিজ বান্দাদের অধিক ভালবাসেন। তিনি রহ্‌মত, স্নেহ-মমত্ব ও প্রীতির এক অতল ও অকূল সাগর, আদি থেকে যাঁর না আছে কোন কিনারা, আর না আছে কোন শেষ প্রান্ত। তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও স্নেহ অনন্ত ও

অপরিমেয়। রহমত ও প্রীতির এই অনন্ত ও অনাদি উৎস থেকে নিঃসৃত প্রতিটি ধর্মই অবশ্যম্ভাবী রূপে রহমত ও প্রীতিরই শিক্ষা দান করে এবং মানবজাতির জন্য সত্যকার প্রেম ও সহানুভূতি ব্যতীত অন্য কোন কিছুই পেশ করে না।

এ অমোঘ ও অনড়-অটল নীতির বিকল্প দিকটিও তেমনি সঠিক অর্থাৎ কোন ধর্ম যদি খোদাতায়ালার তরফ থেকে প্রেরিত হওয়ার দাবীদার হয় কিন্তু খোদাতায়ালার নামেই মানুষে মানুষে ঘৃণা-দ্বেষ-হিংসা এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়, তা হলে সে ধর্মটা সুনিশ্চিত মিথ্যা। কেননা মহব্বতের হৃদয় থেকে ঘৃণার উৎস ফুটে উঠতে পারে না এবং মায়ের বুক থেকে দুধের পরিবর্তে তিক্ত হলাহলের ধারা বেয়ে পড়ে না। ইসলামের সত্যতার প্রমাণও উহার পেশকৃত শিক্ষাতেই নিহিত রয়েছে, যার শিক্ষা হলো শান্তি, স্বস্তি, মহব্বত ও রহমতের শিক্ষা।

পরিশেষে আর একবার আমি এ কথাটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা জরুরী বলে মনে করি যে, আমরা স্পেনবাসীদের জন্য নেক মনোভাব ও নির্মল আবেগ-অনুভূতি ব্যতীত অন্য কোন কিছুই আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান পাই না এবং আমরা তাদেরকে খোদা-এ-ওয়াহেদ ও এগানার দিকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যেই এসেছি যাঁর ইবাদতের নিমিত্ত একান্ত আন্তরিকতা ও পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে আজ আমরা এই মসজিদ উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছি। আমরা বিশ্বাস রাখি যে, জগতের সকল বিপদ, সঙ্কট ও যাবতীয় সমস্যার সমাধানের পথ শুধুমাত্র একটিই। আর তা হলো এই যে, তারা যেন তাদের খালেক ও মালেক এবং আপন রবের দিকে ফিরে আসে। সমগ্র মানবজাতিকে মহব্বত, প্রেম ও প্রীতির সূত্রে বাঁধার এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ বা উপায় নাই। যেমন, একই মা ও একই বাপের সন্তানরা রহমত ও মহব্বতের এবং স্নেহ ও মমত্বের এক স্বভাবজ প্রেরণার উচ্ছ্বাস তাদের অন্তরে অনুভব করে থাকে, তেমনি একই স্রষ্টার সৃষ্টি হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস এবং সকল পারস্পরিক সম্পর্ককে সেই অবিচল বিশ্বাসের ছাঁচে ঢালতে পারলেই জগৎব্যাপী পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে সেই প্রেম ও মহব্বত সঞ্চারিত হবে, যার জন্য আজ মানবতা সেই পিপাসাতুর ব্যক্তির ন্যায় লালায়িত, যে পানির অভাবে তপ্ত মরুভূমিতে গড়াগড়ি দিয়ে পা ছুড়ছে।

সুতরাং সেই খোদা যাঁর মুষ্ঠির মধ্যে আমাদের প্রাণশিরা বিধৃত আছে তাঁরই শপথ করে আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার জামাতের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে, আমরা স্পেনবাসীর জন্য এক ও অদ্বিতীয় খোদার এবং মানবজাতির প্রেম ও ভালবাসা ব্যতীত আর অন্য কোন পয়গাম বা বাণী বয়ে আনি নাই।

মহব্বত ও আন্তরিকতার দ্বারা মানবহৃদয় বিজয়াভিযান :

জগতে এরূপ কতক জাতিও থাকতে পারে, যাদেরকে মহব্বত ছাড়াও জয় করা যেতে পারে এবং জয় করাও হয়, কিন্তু স্পেনবাসী ঐ সকল জাতির অন্তর্ভূক্ত নয়। স্পেনবাসী সম্বন্ধে ইতিহাস অধ্যয়নে আমার কাছে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, এই জাতিকে মহব্বত ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র, অন্য কোন চেষ্টা-প্রয়াস বা অন্য কোন কিছুর দ্বারাই জয় করা সম্ভব নয়।

সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ঐতিহাসিকরা নেপোলিয়নের শেষ ও চূড়ান্ত পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কি সুন্দর কথা লিখেছেন যে, নেপোলিয়নের পরাজয়ের পিছনে সবচেয়ে মৌলিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়টি ছিল এই যে, তিনি স্পেনবাসীর মন-মেযাজ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তলোয়ারের দ্বারা এজাতিকে দমন করতে এবং তাদের উপরে বিদেশী শাসন চাপিয়ে দিতে প্রয়াস পান, তলোয়ারের কাছে নতিস্বীকার করা যাদের স্বভাবেই লেখা ছিল না। সুতরাং নেপোলিয়ন রাশিয়ার তুষারাবৃত হিমক্লিষ্ট প্রান্তরে পরাজয় বরণ করেন নাই, ওয়াটারলোর ময়দানেও তার তকদিরের ফয়সালা সূচিত হয় নাই, বরং তার তকদিরের ফয়সালা সূচিত হয়েছিল স্পেনের পাহাড়-পর্বত ও প্রান্তরে ; আর সেই দিনই তাঁর ললাটে পরাজয় লিখিত হয়েছিল যে দিন তিনি স্পেনবাসীর হৃদয় তলোয়ারের শক্তি প্রয়োগে জয় করতে চেষ্টিত হন।

আমি আমার রব্বের প্রদত্ত অন্তর দৃষ্টির সাহায্যে এবং তাঁরই পথ-নির্দেশনার ফলশ্রুতিতে এ অটল বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, প্রীতি, ভালবাসা, সেবা ও খেদমতের হাতিয়ারের সাহায্যে স্পেনবাসীদের জয় করার ঐশী সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়াছে এবং এ তকদিরের লিখনকে কেউ বদলাতে পারে না। কিন্তু এর সাথেই স্পেনবাসীকে আমি এ সান্ত্বনাও দিচ্ছি যে, মহব্বতের বিজয় তো দুধারী তরবারির বিজয় হয়ে থাকে, যার একই আঘাত যুগপৎ বিজেতার ন্যায় বিজয়ীর উপরও চলে এবং বিজয়ী ও বিজেতার মধ্যে কোন পার্থক্য বা বৈষম্য থাকতে দেয় না, উভয়কে সমানভাবে একে অন্যের ভালবাসায় অস্থির ও ব্যাকুল করে ছেড়ে যায় ; প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ, বিজয়ী ও বিজেতার মধ্যকার বৈষম্যকে মুছে ফেলে। শুধু তাই নয়, এবং এ এক অদ্ভুত বিস্ময়কর জগত, যেখানে বিজয়ী হয়ে যায় বিজেতা এবং বিজেতা হয় বিজয়ী। দেখুন, প্রেমিক যখন তার প্রিয়ের উপর জয় লাভ করে, তখন সে তার কাছে তার অত্যাচারের প্রতি-শোধ গ্রহণ করে না বরং তার সামনে সে আরও ঝুঁকে এবং কেঁদে কেঁদে বলে, 'ওজর বা কৈফিয়ত পেশ করে আমাকে আরো কষ্ট দিও না, কেননা তোমার হাত দিয়ে যে জখম বা আঘাতই লেগেছে, তা জখম বা আঘাত ছিল না বরং ছিল নিরাময়-প্রলেপ।

এখন আমি এ ভাষণটি সেলসেলা আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কালামের একটি উদ্ধৃতির উপর শেষ করছি, যাঁকে আল্লাহ্‌তায়ালা এ যুগের মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য ইমাম নিযুক্ত করেছেন :—

اے محبت عجب آثار نمایاں کردی
زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کردی
تا نہ دیوانہ شدم ہوش نیامد بسرم
اے جنوں گرد تو گردم کہ چہ احساں کردی

অর্থ—"হে মহব্বত ! তুমি কল্পনাতীত রঙ ও রূপ প্রদর্শন করেছ ! তুমি তো বন্ধুর পথে জখম ও মলমকে সমপর্যায়ভুক্ত ও একাকার করে দিয়েছ !

আমিও যতক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহর প্রেমে) দেওয়ানা হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হুঁশ-জ্ঞান প্রকৃতস্থ হয় নাই ; হে (ঐশী প্রেমের) উন্মাদনা ! আমার প্রতি তোমার এ যে কত বড় ইহ্সান !" { দুররে-সমীন (ফার্সী) পৃঃ ২৮৭-২৮৯ }

খোদা করুন, আমরা যেন মানবজাতিকে ঐরূপ ভালবাসার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি এবং মানবজাতিও যাতে পরস্পরকে ঐরূপ ভালবাসতে পারে— সেই হৃদয় যেন তারা প্রদত্ত হয়। (আমীন)

হুজুর (আইঃ)-এর এই মর্মস্পর্শী ভাষণের স্পেনিশভাষায় তরজমা ডঃ আতা ইলাহী মনসুর সাহেব পাঠ করে শোনান। যদিও উক্ত তরজমাটি প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে হুজুরের ভাষণ শুরু হওয়ার পূর্বেই তিন সহাস্রাধিক উপস্থিত স্পেনিশ সুধীবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল এবং হুজুরের ভাষণ চলাকালে তাদের অধিকাংশই সঙ্গে সঙ্গে উহা পাঠ করছিলেন তথাপি তরজমা পাঠকালেও তারা অতি মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করেন।

পরিশেষে আহমদী নও-মুসলিম ভ্রাতা আবদুর রহমান ক্লিমেন্তে ইস্কুরার স্পেনিশ ভাষায় শ্রোতামণ্ডলীকে তারা যে অত্যন্ত আগ্রহভরে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন এবং আমাদের আনন্দকে তাঁদের নিজস্ব আনন্দরূপে বরণের মাধ্যমে অকৃত্রিম ভালবাসা ও আন্তরিকতার পরিচয় দান করেছেন সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করলেন।

জনাব আবদুর রহমান ক্লিমেন্তের ধন্যবাদ জ্ঞাপন শেষ হওয়া মাত্রই হাজার হাজার স্পেনিশরা জোরদার করতালি বাজিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। ঠিক তখনই মুবাল্লেগে-স্পেন সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব না'রা তকবীর সজোরে উচ্চারণ করলেন, আর তার সাথে সাথে উপস্থিত সকল আহমদী (প্রায় দু'হাজার) এত জোরে-শোরে আল্লাহু-আকবর না'রা লাগালেন যে, সমগ্র পরিমণ্ডল দুর দুর পর্যন্ত গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। তিনি 'লা-ইলাহা-ইল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ-এর বিরেদও করালেন। তারপর তিনি স্পেনিশ ভাষায় 'ইসলাম জিন্দাবাদ, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ—জিন্দাবাদ, পেড্রো আবাদ—জিন্দাবাদ, রাবওয়া—জিন্দাবাদ, স্পেন—জিন্দাবাদ, পাকিস্তান—জিন্দাবাদ' না'রা সমূহ উত্থাপন করলেন। এ সকল না'রাতে অভ্যাগত স্পেনিশরাও অংশ গ্রহণ করেন এবং অনেকক্ষণ যাবৎ সমগ্র পরিমণ্ডল এ না'রা গুলিতে মুখরিত হতে থাকে। আর এ সকল না'রার গুঞ্জরনের মধ্য দিয়েই বর্তমান যুগের স্পেনে নির্মিত প্রথম মসজিদের আনন্দপূর্ণ ও উৎসাহ-উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অপূর্ব সাফল্যের সহিত রাত সোয়া নয় ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। তারপর হুজুর (আইঃ) মাগরিব ও এশার নামায বাজামাত 'জমা' করে পড়ান। যদিও অনুষ্ঠানে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছিল এবং রাত নেমে পড়েছিল, তথাপি বহু স্পেনিশ গৃহে ফিরে না গিয়ে মসজিদের বাহিরে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ের দৃশ্য আগ্রহভরে দেখতে থাকেন। তারপর নামায শেষ হলে তারা নিজেদের গৃহাভিমুখে ফিরে যান।

যেখানে মসজিদ-এ-বাশারতের তামির স্বয়ং একটি উজ্জল নিদর্শন স্বরূপ, সেখানে উহার এ জঁকজমকপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী গণ-অনুষ্ঠানটিও ছিল স্বয়ং ঐশী সাহায্যের এক জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরূপ। আল্লাহ্‌তায়ালা আশে-পাশের পল্লী ও শহর গুলোর স্পেনিশ অধিবাসীদের মধ্যে স্বীয় ঐশী-নিয়ন্ত্রণাধীন এমন আগ্রহ সঞ্চার করে দিলেন যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার সংখ্যায় তারা ছুটে চলে আসলেন। এবং তারা উহাতে এমন ভঙ্গীতে যোগদান করলেন যেন এটা ছিল তাদেরই নিজস্ব অনুষ্ঠান। ধর্মগত ও বর্ণগত বৈষম্য এবং আচার-অনুষ্ঠানগত পর্থক্য সত্বেও এভাবে তাদের স্বতঃস্ফুর্ত যোগদান ঐশী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভব ছিল না। তারপর সমগ্র অনুষ্ঠান-সূচীতে তাদের এতই আগ্রহ, আনন্দ ও উৎসাহ অভিব্যক্ত হয় যে তারা অনুষ্ঠান চলাকালে নিজ নিজ আসন বা জায়গা থেকে একটুও নড়েন নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না সোয়া দু'ঘণ্টা কাল স্থায়ী অনুষ্ঠান-সূচী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। এ সব কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ ফজল ও তাঁর অসাধারণ সাহায্যের ফলশ্রুতিতেই সংঘটিত হয়। এতদ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ইন-শাআল্লাহ্ স্পেনে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের পথ শীঘ্রই সুগম হবে এবং ইসলাম এ দশটিকে সেখানকার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে এলাহী ওয়াদা অনুযায়ী পুনরায় অবশ্যই ফিরে পাবে। হে খোদা! এরূপই কর এবং শীঘ্র সে শুভদিনের উদয় ঘটাও যখন স্পেনে চতুর্দিক ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র দেশটি শেরক ও নাস্তিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে প্রকৃত রূপে পবিত্র তৌহিদের কেন্দ্র-ভূমিতে পরিণত হয়। আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন, বেরহ্‌মাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন। (দৈনিক আল-ফজল, ১৬ই অক্টোবর ১৯৮২ইং থেকে অনুদিত)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা সমূহ অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এবং কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সালানা ইজতেমা সমূহ যথাক্রমে ১৫, ১৬ ও ১৭ই অক্টোবর ও ৫, ৬ ও ৭ই নভেম্বর এবং ১৫, ১৬, ও ১৭ই অক্টোবর রাবওয়ায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সমধিক সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) উক্ত ইজতেমাত্রয়ে ঈমান-উদ্দীপক উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ সমূহ দান করেন। ৪র্থ খেলাফত-কালের প্রথম বৎসরে অনুষ্ঠিত এই ইজতেমাগুলি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ, তাই খোদ্দাম আতফাল আনসার ও লাজনার উপস্থিতি সংখ্যাও ছিল বিপুল উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব কেন্দ্রীয় আনসারুল্লাহর ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি পত্র যোগে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সালাম ও দোওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ভাল। হুজুরের সর্বাঙ্গীন কুশল ও দীর্ঘায়ু এবং গালাবা-এ-ইসলামের লক্ষ্যে তাঁর পরিচালিত সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখবেন।

দোওয়ার আবেদন

১) তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌলবী আহমদ আলী সাহেব জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন। তাঁর ছোট ভাই মোহাম্মদ সিদ্দিক আলী সাহেব লণ্ডনে খুবই অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছেন। তারুয়া আঞ্জুমানের বিশিষ্ট সদস্য আমীর হোসেন এক দুর্ঘটনায় পায়ে বড় আঘাত পেয়ে শয্যাগত। তা'ছাড়া সাবেক আমীর মরহুম মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের বেগম সাহেবা বার্ধক্য জনিত রোগে কাতর অবস্থায় আছেন। তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খাসভাবে সবার কাছে দোয়ার আবেদন জানান হচ্ছে।

২) বগুড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ভারপ্রাপ্ত কায়েদ জনাব আশরাফুল আলম তাঁর নিজের জন্য এবং নবদীক্ষাগ্রহণকারী তাঁর বন্ধু জনাব আনিছুর রহমান সাহেবের দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতি এবং পরীক্ষায় কামযাবীর জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

৩) চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব আমানউল্লাহ খান সাহেবের তৃতীয় ছেলে মনজুর আহমদ ২৮ শে নভেম্বর ১৯৮২ইং অনুষ্ঠিতব্য বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে। তার কামিয়াবীর জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহর আঞ্চলিক বার্ষিক ইজতেমা উদ্‌যাপিত

বিগত ১৩ই নভেম্বর ১৯৮২ইং ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের নীচতলার হলে বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র উদ্যোগে ঢাকা, তেজগাঁ ও নারায়ণগঞ্জের লাজনা ইমাউল্লার আঞ্চলিক বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে যোগদানকারী লাজনা সদস্যা ও নাসেরাতের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই শতাধিক। ইজতেমার কর্মসূচী সকাল ৯ ঘটিকায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম নায়েবে আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে আরম্ভ হয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিযোগিতা ও তরবিয়তি বক্তৃতার ভিতর দিয়ে মাগরিবের পূর্বে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারিনীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No 283635
Editor : A. H. Muhamm.d Ali Anwar